সংবাদ

তারিখ 23 DEC 2012
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

মেডিকেল শিক্ষায় ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে

শিক্ষা প্রদানের নামে অবাধ লুণ্ঠনই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে মুখ্য উদ্দেশ্য এবার তা প্রমাণ করল দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো। সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি ফি নির্ধারিত থাকলেও দেশের বেসরকারি কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফি নির্ধারিত নেই। যে যেমন পারছে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের পকেট সেভাবে কাটছে। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফি যেখানে নির্ধারিত ১০ হাজার টাকা, সেখানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো গড়ে ভর্তি ফি নিচ্ছে ১৪ থেকে ১৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে কম নিচ্ছে গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ– ৮ লাখ ২৫ হাজার টাকা। সহযোগী দৈনিক গত শনিবার তার শীর্ষ খবরে জানিয়েছে, এভাবে ভর্তি ফি বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে দেশের বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলো। একে স্রেফ লুণ্ঠন ছাড়া আর কোন অভিধায় সংজ্ঞায়িত করা যায় সেটাই প্রশ্ন।

এই হলো মেডিকেলসহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষা। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা। ট্রাস্ট, সমাজসেবা, মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠানের নামে তারা এই ব্যবসা করে যাচ্ছে। এই মেডিকেল কলেজগুলো মূল ব্যবসা করে ভর্তির সময়।

দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২২টি। এতে আসন সংখ্যা তিন হাজার ৩৮৯টি। ৫২টি রয়েছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। যার আসন সংখ্যা পাঁচ হাজার ১২৫। ২০ ডিসেম্বর আরও একটি নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর আসন সংখ্যা ৫০। চলতি শিক্ষাবর্ষেই নতুন এই মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হবে।

তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো এ ক্ষেত্রে স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অসহায়তা। খবরে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন, ভর্তি ফির সীমা নির্ধারণের চেষ্টা নাকি হয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি উদ্যোক্তারা এতে সাড়া দেননি।

সরকার আন্তরিকভাবে চাইলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ উদ্যোক্তারা একটি সমঝোতায় না এসে পারেন কীভাবে সে প্রশ্ন থেকে যায় এখানে। আসলে এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সত্যিকার আন্তরিকতা কতখানি সেটাই প্রশ্নবিদ্ধ। তার প্রমাণ চলতি শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি কলেজে ভর্তি নিয়ে গত ৪ ডিসেম্বর একটি সভা করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তাতে ভর্তির যোগ্যতা, মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র কোটা, বিদেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ বছর ভর্তি ফি কত হওয়া দরকার বা বেতনের বিষয়টি একেবারেই আলোচনায় আসেনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সাড়া দেয়া না দেয়ার বিষয়টি তো পরের প্রশ্ন। এই হলো ভর্তি ফি নির্ধারণ প্রশ্নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবস্থান। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ না থাকার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ উর্ধ্বতনদের নিকট আত্মীয়স্বজন, ভাই-ব্রাদার, সমগোত্রীয় বন্ধু-বান্ধবরাই বর্তমানে বহু বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিক বা উদ্যোক্তা। ব্যবসা যেখানে লক্ষ্য, সেখানে ভর্তি ফি নির্ধারণের প্রশ্ন তো অবান্তর।

শুধু তাই নয়, ভর্তি ফির মধ্যে কোন কোন খাতে কত অর্থ নেয়া হচ্ছে, তার তালিকা সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ অবগত এ বিষয়ে। কিন্তু বেসরকারি কোন কলেজ কত টাকা নিচ্ছে, কোন খাতে কত নিচ্ছে তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানে না। এটা একই যাত্রায় দুই ফল।

শিক্ষা তা মেডিকেল হোক, প্রকৌশল হোক বা সাধারণ হোক এখনও তা সেবা খাতেই বিদ্যমান। সুতরাং সেই সেবা প্রদানের নামে অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ তৈরি করে দেয়া এবং এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের মতো নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উট পাখির মতো মুখ বুজে থাকাটা কাম্য তো নয়ই, নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্যও নয়।

অবশ্য এটা মনে করা সঙ্গতও নয় যে, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি ফি সমান হবে। সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রচুর ভর্তুকি পাচ্ছে। এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে ভর্তি ফি কোথায় ১০ হাজার টাকা আর কোথায় ১৪ লাখ টাকা! এই অতলান্তিক পার্থক্য কি কোন বিবেচনাতেই গ্রহণযোগ্য? এখনো সময় আছে, ভর্তির আবেদন গ্রহণের সময়সীমা পার হয়ে যায়নি। সুতরাং বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আকাশচুম্বী ভর্তি ফির রশি টেনে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।